[redacted]

[redacted]

পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা বলেন, সমাজের সর্বস্তরের সামর্থবান মানুষ যদি অসহায় সুবিধা বঞ্চিতদের দিকে একটু সুদৃষ্টি দেয়, তাহলে আমাদের সমাজে সুবিধা বঞ্চিতদের মুখেও হাসি ফোঁটানো সম্ভব। এসময়ে তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ সকল বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর সহযোগীতা কামনা করেন।

গাংনীতে কৃষক লীগের কমিটি গঠন

জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর সরকারী কলেজ ছাত্র সংসদদের সাবেক জিএস ও ভিপি ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন বলেছেন অপচর্চা করতে করতে তামাক ঘরে বসে গোডাউনে ও চায়ের দোকানে বসে পকেট কমিটি গঠন করার কারনে আওয়ামী লীগ আর আওয়ামী লীগ নেই, আওয়ামী লীগ চলে গেছে পকেটে পকেটে।

গতকাল বুধবার বিকেলে গাংনী উপজেলার বামন্দী আখসেন্টার চত্বরে কৃষক লীগের ওয়ার্ড কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, বয়স্ক, বিধবা, মুক্তিযোদ্ধা, কৃষক সহ সকল সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী সুবিধা ভোগ করছে। অথচ যারা খাইছে তারা গাইছেনা যারা গাইছে তারা খাইছেনা। কৃষকলীগ খাইছেনা কিন্তু তারা গাইছে। কৃষকলীগ সব সময় প্রতিটা ভালো কাজের সাথে থেকে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড তুলে ধরতে ভুমিকা রাখবে সেই সাথে দলকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করতে কাজ করবে এমন নেতৃত্ব আমাদের প্রয়োজন।

বামন্দী ইউনিয়ন কৃষক লীগের আহবায়ক জিয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্ব ও গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের সহ সভাপতি প্রভাষক রিয়াজ আহমেদের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কৃষক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশ, গাংনী উপজেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান, কৃষকলীগ নেতা আজিজুল হক বিশ্বাস, গাংনী পৌর কৃষক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্র নেতা নুর আহমেদ রিন্টু, জাহাঙ্গীর আলম বাদশা, আলাল উদ্দীন রিন্টু, আব্দুস

সাত্তার, আবুল বাসার, আব্দুল সালাম প্রমুখ।

পরে আবু বক্করকে সভাপতি ও মিলন হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১ নং ওয়ার্ড এবং মকুল হোসেনকে সভাপতি ও আলমগীর হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ২ নং ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়।

গাংনীতে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।
দুটি গ্রুপে প্রাথমিক পর্যায়ের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শাজাহান রেজার সভাপতিত্বে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আলাউদ্দিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সহকারি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, মোঃ আরিফ হাসান ও মো: ওবায়দুল্লাহ।

এসময় জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি গোলাম ফারুক, গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শাহাবুদ্দিন, গাংনী উপজেলা নব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান, সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অন্ডাম, সাংবাদিক নুরুজ্জামান পাভেল উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতার মধ্যে একগ্রুপে শহীদ মিনার ও অপর গ্রুপে ভাষা আন্দোলন।

[redacted]

[redacted] (2021-22)
[redacted]

[redacted]

[redacted] (22 [redacted])
[redacted]

[redacted] (22 [redacted])
[redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted] (22 [redacted])
[redacted]

[redacted]

[redacted] (22 [redacted])
[redacted]

[redacted]

[redacted] (22 [redacted])
[redacted]

[redacted]

[redacted]

অ্যাড. মনোয়ারুল ইসলাম (মনিরুল), কোষাধ্যাক্ষ পদে অ্যাড. তোফাজ্জেল হোসেন ও অ্যাড. এস.এম.শাতিল মাহমুদ। লাইব্ররেী সম্পাদক পদে তিনজন হলেন অ্যাড. আব্দুস সাত্তার (শাহেদ), অ্যাড. মোস্তাফিজুর রহমান ও অ্যাড. মারুফ বিল্লাহ। সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে দুইজন হলেন অ্যাড. এনামুল হক ও অ্যাড. মর্জিনা খাতুন।

দপ্তর সম্পাদক পদে দুই জন হলেন অ্যাড. ওয়ালীউল বারী ও অ্যাড. আশুতোষ কুমার পাল।

এছাড়াও সিনিয়ার সদস্য ৪ টি পদে ৬ জন আইনজীবী প্রার্থী এবং জুনিয়র সদস্য ৪ টি পদে ৯ জন প্রার্থী এ নির্বাচনে প্রতিদ্বদন্দীতা করছেন।

নির্বাচনে অংশ নেওয়া সাধারন সম্পাদক প্রার্থী অ্যাড. হাসানুল আসকার হাসু কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি জানান, নির্বাচনে আমি অনেক আশাবাদী। আমাকেই ভোটাররা ভোট দিয়ে সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত করবেন। তিনি মনে করেন দলের মধ্যে গ্রুপিং একটা বড় সমস্যা। তবুও সকল সমস্যা কাটিয়ে আমি নির্বাচিত হবো ইনশা আল্লাহ।আইনজীবিদের উন্নয়নে তিনি কাজ করবেন বলেও আশা ব্যক্ত করেন।

এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৭৫ জন গতবার ভোটার সংখ্যা ছিলো ৩৮৪ জন আইনজীবী।

মিরপুর পৌরসভায় সব নাগরিক সুযোগ সুবিধা বাড়াবো- নবনির্বাচিত মেয়র এনামুল হক

নবনির্বাচিত কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌর পরিষদের সদস্যদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মিরপুর পৌরসভা হলরুমে পরিষদের সদস্যদের এই সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

হয়।

নবনির্বাচিত পৌর মেয়র হাজী এনামুল হকের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন ১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. আলম মন্ডল, ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নজরুল মল্লিক, ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ইলিয়াস কাঞ্চন, ৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আপান মোল্লা, ৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর জাহিদ হোসেন, ৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর জমির উদ্দিন, ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর রেজাউল করিম, ৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুর রহমান নাজিম ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুল গণি।

এছাড়াও ১, ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত কাউন্সিলর মোছা. শাহনাজ খাতুন, ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত কাউন্সিলর মোছা. হালিমা খাতুন এবং ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত কাউন্সিলর লাকী বেগম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে নবনির্বাচিত পৌর মেয়র হাজী এনামুল হক বলেন, বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নে মিরপুর পৌরসভায় সব নাগরিক সুযোগ সুবিধা বাড়াবো। পাশাপাশি ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে পৌরবাসীর সেবাপ্রাপ্তি সহজ করতে নানামুখী কার্যক্রম হাতে নিতে চাই।তবে, সবসময় দল ও জনগণের পাশে থাকতে চান বলে জানান এই আওয়ামী লীগ নেতা।

এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পৌরসভার সচিব আনারুল ইসলাম, সুলতান পুর সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ আবদুল মান্নান ফারুকী, মিরপুর পৌর জামে মসজিদের ইমাম মুফতি ফারুক হুসাইন প্রমুখ। সভায় স্থানীয় বিভিন্ন মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনরা উপস্থিত ছিলেন।

অনন্তলোকে যাত্রাশিল্পী

আক্কাস আলী

গ্রিনরুম থেকে বেরিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে দক্ষিণমুখো হয়ে একটি শাদা রঙের দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়ালেন যাত্রানট আককাছ আলী। দেওয়ালে ঝুলছে রবীন্দ্রনাথ, গিরীশ ঘোষ, কাজী নজরুল ইসলাম এবং যাত্রাসম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাসের আবক্ষ প্রতিকৃতি। আককাছ আলী চক্ষু বুজে বেশ কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সেই ছবিগুলোর সামনে।

তার পায়ে ফিতে বাঁধা জুতা, ভেলভেটের ট্রাউজার্স, পুরো হাতা শাদা জামা, তার দু’ কবজির কাছে কুচি দেওয়া, মাথায় পরচুলা, কুঞ্চিত কেশ ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। কাঁচা-পাকা গোঁফ রং মাখিয়ে কুচকুচে কালো করা হয়েছে, মুখে জরির আভা, একেবারে পাক্কা সেনাপতি। কোমরবন্ধে তলোয়ার। প্রায় পঞ্চান্ন বছর বয়সে দর্শকভর্তি প্যান্ডেলে আককাছ আলীকে আবার এক অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রথম যৌবন থেকে বিভিন্ন মঞ্চে এমন কত পরীক্ষা যে তাকে দিতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই! কখনও স্কুল-কলেজের নাট্যমঞ্চে, কখনও যাত্রার আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চে। দেবী সুলতানায় কখনও আলীবর্দি, কখনও-বা হাজি মোল্লা সরাফ হয়ে মঞ্চে উঠেছেন। নাচমহলে দবির খাঁ, অশ্রু দিয়ে লেখায় মাসুদ খাঁ সেজেছেন।

সিরাজ উদ দৌলায় সেজেছেন কখনও মোহনলাল, কখনও ওয়াটস। আবার কখনও-বা সেনাপতি মীরজাফর হয়ে। বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে এক মঞ্চে একই সঙ্গে সিরাজ উদ দৌলা পালায় পার্ট করেছেন। কোনো পরীক্ষায় তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হননি। মঞ্চে উঠলে কেমন যেন অন্যরকম হয়ে উঠতেন তিনি। তার রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। হয়ে উঠতেন রাজাধিরাজ । রঙ্গমঞ্চের সেই রাজাধিরাজ সব কাজ সারা করে গতকাল ১৬ ফেব্রুয়ারি ভোরের আলো ফোটার আগেই তারাভরা আকাশকে বিদায় জানিয়ে অনন্তলোকে পাড়ি জমিয়েছেন।

আককাছ আলি ছিলেন পেশাদার যাত্রা-অভিনেতা মানে প্রফেশনাল যাত্রাশিল্পী। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও যাত্রাশিল্পের সার্বিক সংকটের কারণে তিনি পেশাদারি মঞ্চ ছাড়েন নব্বই দশকের প্রারম্ভে। কিন্তু যাত্রা ছাড়েননি আমৃত্যু। দুঃখ-দারিদ্র্য, শোকতাপ, ঝড়বৃষ্টি কোনো কিছুই তাকে রঙ্গালয়-বিমুখ করতে পারেনি। কারণ তার যত আনন্দ, যত খ্যাতি-পরিচিতি সব-ই তো রঙ্গালয় ও রঙ্গমঞ্চকে ঘিরে! সে জন্য রঙ্গালয়-ই ছিল তার প্রাণভোমরা– প্রিয়তম জায়গা।

চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন যাত্রাদল ও নাট্য সংস্থায় অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে কাজ করে যশ-খ্যাতি ও ভালবাসাঅর্জন করেন বিপুল পরিমাণে।

এই অসামান্য অভিনেতা ছিলেন সব ধরনের চরিত্র রূপায়ণে সমান পারদর্শী। সামাজিক পালায় অভিনয়ে যেমন স্বচ্ছন্দ ছিলেন, তেমনই ঐতিহাসিক পালাতে অভিনয় করেও আনন্দ অনুভব করতেন।‘অশ্রু দিয়ে লেখা’, কোহিনূর’, ‘আনারকলি’, ‘নাচমহল’, ‘মোঘল ই আযম’, ‘সিরাজ উদ দৌলা’, ‘শহীদ কারবালা’, ‘এজিদ বধ’, ‘দেবী সুলতানা’, ‘গলি থেকে রাজপথ’, ‘একটি পয়সা’, ‘নীচুতলার মানুষ’, ‘অনুসন্ধান’, ‘জানোয়ার’, ‘শেষ প্রদীপ’, ‘ক্ষুদিরামের ফাঁসি’, ‘কলঙ্কিনী বধূ’সহ প্রায় দেড় শতাধিক যাত্রাপালায় তিনি অভিনয় করেছেন।

যাত্রাশিল্পে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি ২০১৯ সালে তাকে গুণীশিল্পী হিসেবে সম্মাননা প্রদান করে। ‘যাত্রা-থিয়েটারের লোক’ হিসেবে আমৃত্যু তিনি যাত্রার সঙ্গে ছিলেন।‘যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন যাত্রা ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গেই থাকবেন’—- এ ছিল তার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি নশ্বর জীবনের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে ছেদ হল যাত্রা তথা রঙ্গমঞ্চের সাথে।

ভোরের আলো ফোঁটার আগে প্রিয়জন-শুভানুধ্যায়ীদের কাঁদিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। যাত্রাশিল্পী আক্কাসআলি ছিলেন মন্যুষত্ব, অসাম্প্রদায়িক-মানবিকতার অকুণ্ঠ অনুরাগী। ভালবাসতেন থিয়েটারকে, ভালবাসতেন মানুষ ও পৃথিবীকে। তাই যা কিছু মানবিক, তা-ই ছিল তার কাছে সুন্দর। মানুষের সুখ-দুঃখ, পতন-উত্থান, রক্ত-অশ্রু– সবই সুন্দর। সুন্দরের সাধক এই মহৎ শিল্পীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ

গাংনীর সাহারবাটি বাজারে তিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী সাহারবাটি বাজারে তিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বৃহষ্পতিবার দুপুরে সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুরস্থ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, মেয়াদ উত্তির্ণ খাদ্য বিক্রির অভিযোগে বিশ^◌াস ট্রেডার্সকে ১২ হাজার টাকা, মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করা ও বাড়তি মুল্য নেয়ায় শামীম ট্রেডার্সকে দু’হাজার টাকা ও হাসেম ট্রেডার্সকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সেই সাথে সতর্ক করা হয়।

এসময় মেয়াদউত্তীর্ণ মালামাল পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়। অভিযানে সহায়তা করেন গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম।

গাংনীতে ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী গ্রেপ্তার

একটি মাদক মামলায় ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী বাকিরুল (৫০)কে গ্রেপ্তার করেছে গাংনী পুলিশ।

বৃহষ্পতিবার ভোর রাতে মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে এ উপজেলার দিঘলকান্দি গুচ্ছগ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। সে ওই গ্রামের মৃত আরজ আলীর ছেলে। তাকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, ২০১৩ সালে তার বিরুদ্ধে একটি মাদক মামলা হয়। ওই মামলায় সে পলাতক ছিল।

বাকিরুলের অনুপস্থিতিতে মামলার রায় ঘোষণা করেন বিজ্ঞ আদালত।

গাংনী বাজারে হার্ডওয়ারে দোকানে চুরির ঘটনায় গ্রেফতার এক

গাংনী বাজারের ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে টিনের চাল কেটে চুরির ঘটনায় হাউস নামের একজন কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার রাতে গাংনীর গোরস্থান এলাকার ভাড়াবাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত হাউস-(২৬) গাংনী উপজেলার কাষ্টদাহ গ্রামের ইউনুছ আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাত দুইটার সময় গাংনী বাজারের সাইদ হার্ডওয়ারের দোকানের টিনের ছাউনি কেটে নগদ টাকা চুরির ঘটনা ঘটে।

দোকান মালিক সাইদ হোসেনের অভিযোগের ভিত্তিতে দোকানের মধ্যে সিসি টিভি’র ফুটেজ গাংনী থানায় নিয়ে চোর সনাক্তের চেষ্টা করা হয়।

সিসি টিভি ফুটেজ দেখে হাউসকে সনাক্ত শেষে গাংনী থানার এসআই আব্দুর রাজ্জাক সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

থানা সুত্রে আরো জানা গেছে, গ্রেফতারকৃত হাউসের নামে এর আগে গাংনী থানায় বোমা বিষ্ফোরণ, ডাকাতি, গরু চুরিসহ মোট ৭ টি মামলা রয়েছে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, হাউসকে গ্রেফতার পুর্বক আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]